

“এক বছরে একটি স্কুলের” ৭০ ছাত্রীর বাল্যবিয়ে

■ মো. রাশিদুল ইসলাম, গুরুদাসপুর (নাটোর)
ষষ্ঠ থেকে দশম। এই পাঁচটি শ্রেণির ছাত্রী উপস্থিতি কমেছে আশঙ্কাজনক হারে। এক বছরে ঐশে গেছে অন্তত ৭০ জন ছাত্রী। তারা এখন স্বস্তরবাড়িতে সংসার ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত। মূলত বখাটেদের উৎপাত, প্রেমঘটিত বিষয় আর পারিবারিক অসচেতনতার কারণে অল্প এসব ছাত্রী বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে।

এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের মরিয়ম মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। আইনের বাস্তবায়ন না থাকায় কোনোভাবেই বাল্যবিয়ে রোধ করা যাচ্ছে না। এতে উদ্বেগ হয়ে পড়েছেন শিক্ষকরা।

প্রধান শিক্ষক মো. ফিরোজ আলী বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য ২০০২ সালে বিদ্যালয়টি

প্রতিষ্ঠিত হয়। বছরের শুরুতে ২৯২জন ছাত্রী ছিল। গত অক্টোবর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ৭০জন (ষষ্ঠ-দশম) ছাত্রীর বিয়ে হয়েছে। তার মধ্যে জেএসসি পরীক্ষার জন্য ৫৬জন রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৪৩ জন। অবশিষ্ট ১৩জন ছাত্রী বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে। তাছাড়া অন্য শ্রেণির ছাত্রীদেরও একই পরিণতি হয়েছে। এটা নারী শিক্ষার জন্য উদ্বেগজনক।

বাল্যবিয়ের শিকার অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রী জানায়, ৩-৪ মাসের ব্যবধানের তাদের বিয়ে হয়েছে। কেউ নিজের বাড়িতেই রয়েছে। পরিবারের চাপের মুখে তারা বিয়ে করতে বাধ্য হয় বলে জানায়। পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিভাবক সমাবেশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠনের তথ্যমতে, অল্প বয়সে মা হওয়া ও এ বয়সে মা হওয়ার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হচ্ছে জরায়ু ছিঁড়ে যাওয়াসহ জরায়ুতে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা। প্রায় ৬৬ শতাংশ মেয়ের বাল্যবিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের আগেই। ৬৬ শতাংশের এক-তৃতীয়াংশ ১৯ বছর বয়স হওয়ার আগেই গর্ভবতী হচ্ছে। সেই সঙ্গে ১৮ বছর বয়সের ৫ শতাংশ ছেলের বিয়ে হচ্ছে। মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বাল্যবিয়ে রোধে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই।

জানা গেছে, বাল্যবিয়ে রোধে ১৯২৯ সালে আইন পাস

করা হয়। এ আইন ১৯৮৪ সালে সংশোধন করে বাল্যবিয়েকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করা হয়। ওই আইনে বিয়ের জন্য পুরুষের ন্যূনতম ২১ বছর এবং মেয়ের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর করা হয়। সর্বশেষ চলতি বছর বাল্যবিয়ের আইনে বিশেষ ধারা রাখা হয়েছে। দফায় দফায় আইনের পরিবর্তন করা হলেও বাস্তবায়ন নেই।

গুরুদাসপুর মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মো. নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, বাল্যবিয়ে কিশোরীকে অপরিপক্ব যৌন সম্পর্কে বাধ্য করে। এতে ওই কিশোরীর নিরাপত্তা, বিকাশের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ খর্ব হওয়ায় মানসিক ও আবেগগত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই বাল্যবিয়ে ওই মেয়েটির সারা জীবনের সুস্থতা, শৈশব, নিজস্ব পছন্দ ও স্বাধীনতাকে চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বেড়ে যায় প্রজননগত স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা।

ফলে অপরিপক্বিত গর্ভ ধারণের কারণে মায়ের সঠিক জ্ঞানের অভাবে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হয় ভূমিষ্ঠ শিশুও।

গত সোমবার ‘বাল্যবিয়ে রোধকল্পে- অভিভাবক সমাবেশ’ এর উদ্যোগ নেয় মরিয়ম মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত ওই সমাবেশে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল খালেক

সভাপতিত্ব করেন। এতে

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. ইয়াসমিন আক্তার প্রধান অতিথি ও নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শওকত রানা লাবু বিশেষ অতিথি ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা-মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা. নিলুফা ইয়াসমিন, বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল হাই, ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

নাজিরপুর ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, বাল্যবিয়ের ঘটনা গ্রামাঞ্চলে মাহামারী আকার ধারণ করেছে। মূলত: বখাটেদের উৎপাতের কারণে অসচেতন অভিভাবক পারিবারিক সম্মান রক্ষায় অল্প বয়সে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে অবাধ মোবাইলফোন ব্যবহারের সুযোগ থাকায় প্রেমঘটিত কারণে এসব মেয়ের অভিভাবকরা বাল্যবিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তার পরও বাল্যবিয়ে রোধে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নেন।

গুরুদাসপুরের মরিয়ম
মেমোরিয়াল বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়